যুগান্তর
প্রিন্ট: ২২ এপ্রিল ২০২৬, ০৯:১৮ এএম

সারাদেশ

ক্লাশ-পরীক্ষা বন্ধ রেখে ধর্মঘটে ববি শিক্ষকরা

Advertisement

বরিশাল ব্যুরো
প্রকাশ: ২১ এপ্রিল ২০২৬, ০৯:০৯ পিএম

পদোন্নতির দাবিতে ক্লাশ-পরীক্ষা বন্ধ রেখে কর্মবিরতিতে নেমেছেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) শিক্ষকরা। ফলে মঙ্গলবার সকাল থেকে এই উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রে বন্ধ রয়েছে ক্লাশ-পরীক্ষাসহ একাডেমিক কার্যক্রম। পাশাপাশি বন্ধ রয়েছে সব প্রশাসনিক কার্যক্রমও।

এর আগে সোমবার (২০ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ১০২ জন শিক্ষকের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

ববির সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষক মুস্তাকিম বিল্লাহ বলেন, ২৪ জন শিক্ষকের পদোন্নতির সুপারিশ দীর্ঘদিন ধরে বাস্তবায়ন না হওয়ায় অসন্তোষ বাড়ছে। এ প্রেক্ষাপটে এক শিক্ষক আমরণ অনশনে বসেছিলেন। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য আইনি জটিলতা এড়াতে এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষকরা কর্মবিরতি ডেকেছে। দ্রুত দাবি পূরণ না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

একাধিক শিক্ষক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে সিন্ডিকেট অনুমোদিত বিধির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে, যা দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে সম্প্রতি ইউজিসির এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, পদোন্নতি ও পর্যায়োন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট সব বিধি যথাযথ কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ চ্যান্সেলরের অনুমোদনসাপেক্ষে কার্যকর করতে হবে। এই নির্দেশনার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান একাডেমিক কাঠামো ও কার্যক্রম আইনি অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বলে দাবি শিক্ষকদের।

তারা বলেন, চ্যান্সেলরের অনুমোদিত সংবিধি ও বিধি না থাকলে শিক্ষাক্রম নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ, এমনকি ডিগ্রি প্রদানও আইনগতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

শিক্ষকরা আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি বিভাগের মধ্যে অধিকাংশ বিভাগেই একাধিক ব্যাচে পাঠদান চলছে, অথচ অনেক বিভাগে মাত্র তিন থেকে চারজন শিক্ষক কর্মরত আছেন। একই সঙ্গে ৫১টি শূন্যপদ দীর্ঘদিন ধরে পূরণ না হওয়ায় পাঠদান কার্যক্রম চরম চাপে রয়েছে। খণ্ডকালীন শিক্ষকদের ভাতা বন্ধ থাকাও পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. তৌফিক আলম বলেন, যে নিয়মে শিক্ষকেরা পদোন্নতি চাচ্ছেন, তাতে ইউজিসির আপত্তি আছে। ইউজিসি বলেছে- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভিন্ন নীতিমালায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতি দিতে হবে। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত পত্র দিয়েছে ইউজিসি।

তিনি বলেন, অভিন্ন নীতিমালা দেশের ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় অভিযোজন করেছে। যে তিনটি করেনি, তার মধ্যে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আমরা সেটি অভিযোজন করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কাজ করছি। এটা হয়ে গেলে তারা যোগ্যতা অনুযায়ী পদোন্নতি পাবেন। তাছাড়া শিক্ষকদের সঙ্গে আমার মিটিং হয়েছে। মিটিং এর রেজুলেশন হাতে পেলেই পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারবো। তাই একাডেমিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হয় এমন কাজ না করে সমস্যা সমাধানে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান তিনি।